কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী আপীল এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থাপন:

সম্মানীয় বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০২৩ সালের এফ.এম.এ ৬৫৯

সুলখা পণ্ডিত ও অন্যান্য

বনাম

ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও অন্য

আপিলকারীদের জন্য	:	শ্রী সুপ্রতিম ধর, আইনজীবী
	:	শ্রী ধনঞ্জয় নায়েক, আইনজীবী
শুনানির তারিখ	:	৩০.০৮.২০২৩,২৬.০৯.২০২৩
রায়দান	**:**	**০৪.১০.২০২৩**

বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত,

১. আপীলকারীরা ৮ই আগস্ট, ২০১৮ তারিখে, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুরের মোটর অ্যাকসিডেন্ট ক্লেম ট্রাইব্যুনালের

বিজ্ঞ বিচারকের দ্বারা পাস করা এম.এ.সি. মামলা নং ৩/২০১৬ এর রায় এবং পুরস্কৃতিপত্রের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। এই রায়ে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮ এর ১৬৩এ ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত দাবি আবেদন মঞ্জুর করেছে, যেখানে রেসপন্ডেন্ট নং ১/বীমা কোম্পানির বিরুদ্ধে আবেদন খারিজ এবং রেসপন্ডেন্ট নং ২/অপরাধী যানবাহনের মালিকের বিরুদ্ধে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।

২. এই আপিল দায়ের করার পটভূমি হলো যে, ১৪ই অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে, প্রায় দুপুর ১২টার সময়, ভিকটিম একটি পিকআপ ভ্যানে খালাসী হিসেবে যাচ্ছিলেন যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডাব্লিউবি ২৯/৭২৫১। সেই সময়ে, গাড়িটি একটি অজানা গাড়ির সাথে সংঘর্ষে পড়ে, যা মানকুর মোড়ের কাছে কলকাতাগামী কোলাঘাট সড়কে দাঁড়িয়ে ছিল, ড্রাইভারের অত্যন্ত বেপরোয়া এবং অবহেলাপূর্ণ ড্রাইভিংয়ের কারণে। ভিকটিমসহ অন্যান্যরা গুরুতর রক্তাক্ত আঘাত পায়। ভিকটিমকে বাগনান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাকে মৃত অবস্থায় আনা হয়।

৩. রেসপন্ডেন্ট নং ১/বীমা কোম্পানি মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, লিখিত বক্তব্য দাখিল করে, আপীলকারীদের দ্বারা দাবি করা সকল মৌলিক তথ্য এবং অভিযোগ অস্বীকার করে। বীমা কোম্পানি আরও উল্লেখ করেছে যে, ভিকটিম ছিল একটি লাইট গুডস ভেহিকেলে গ্র্যাচুইটাস যাত্রী, এবং সেজন্য বীমা কোম্পানি আপীলকারীদের দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী নয়। অপরদিকে, রেসপন্ডেন্ট নং ২/অপরাধী যানবাহনের মালিক মামলাটি শুরু থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করেননি এবং দাবি মামলা একপক্ষীয়ভাবে যানবাহন মালিকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হয়েছে।

৪. আপীলকারীরা তাদের দাবি সমর্থন করার জন্য সুলক্ষ্যা পাণ্ডিতিকে পি.ডব্লিউ. ১ হিসেবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং আরও একাধিক দলিল, যেমন FIR, চার্জশিট, সিজার লিস্ট, বীমা পলিসি, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন, ভোটার কার্ড, এক্সহিবিট ১ থেকে ৬/১ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রদর্শন করেছেন। তবে বীমা কোম্পানি পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। যুক্তি উপস্থাপনের পর, বিজ্ঞ বিচারক, পক্ষগুলির প্রদত্ত প্রমাণপত্র পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ভিকটিম প্রতাপ পাণ্ডিত পিকআপ ভ্যানে গ্র্যাচুইটাস যাত্রী ছিলেন, তার পুত্র এবং অন্যান্যদের সাথে। তারা কলকাতায় শাকসবজি কেনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, যা পি.ডব্লিউ. ১ তার সাক্ষ্যভিত্তিক স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। পিকআপ ভ্যানের মালিক বীমা পলিসির শর্ত ভঙ্গ করেছেন, পণ্যবাহী গাড়িতে যাত্রী বহন করার কারণে। আপীলকারীরা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, ভিকটিম পিকআপ ভ্যানের সহকারী ছিলেন। কোনো মৌখিক বা প্রমাণপত্র উপস্থাপন করা হয়নি যা আপীলকারীদের দাবিকে সমর্থন করে যে, ভিকটিম পিকআপ ভ্যানের সহকারী ছিলেন। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৪,০৬,০০০/- টাকা এবং প্রযোজ্য সুদ @ ৬% বার্ষিক দাবী করেছেন, যা দাবির আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে চূড়ান্ত অর্থপ্রদান পর্যন্ত হবে, অপরাধী যানবাহনের মালিকের বিরুদ্ধে, যেহেতু যানবাহন মালিক বীমা পলিসির শর্ত লঙ্ঘন করেছেন।

৫. আরও দেখা যাচ্ছে যে বীমা কোম্পানির পণ্যবাহী যানবাহনে গ্র্যাটুইটাস যাত্রী বহনের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় নেই, এবং অভিযুক্ত যানবাহনের মালিক/প্রতিবাদী নং ২-কে উল্লেখিত রায় এবং রায় অনুসারে বিচার ঘোষণার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে সমান তিনটি অ্যাকাউন্ট পে চেকে দাবীদারদের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে, দাবীদাররা আইন অনুযায়ী উল্লেখিত অর্থ পুনরুদ্ধারের অধিকার পাবেন।

৬. ট্রাইব্যুনালের উক্ত সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে, আপিলকারীরা এই আপিলটি একমাত্র ভিত্তিতে দায়ের করেছেন যে, বীমা কোম্পানিকে ট্রাইব্যুনালের ৮ই আগস্ট ২০১৮ তারিখের রায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের এবং অভিযুক্ত যানবাহনের মালিকের কাছ থেকে সেই অর্থ পুনরুদ্ধারের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ছিল, যা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ধারাবাহিক রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭. আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী আরও তিনটি রায় উল্লেখ করেছেন যে তার বিরোধকে সমর্থন করার জন্য বীমা কোম্পানী গাড়ির মালিকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রদান করবে এবং পুনরুদ্ধার করবে যেহেতু বীমা পলিসিটি দুর্ঘটনার তারিখে বৈধ ছিল:

i) রানি ও অন্যান্য বনাম ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোং লিমিটেড ও অন্যান্য, রিপোর্টেড ২০১৮ এসিজে ২৪৩০ (এসসি)।

ii) সিংহ রাম বনাম নির্মলা ও অন্যান্য, রিপোর্টেড ২০১৮ এসিজে ১২৬৪ (এসসি)।

iii) ভি. রেঙ্গনাথান ও অন্য বনাম শাখা ব্যবস্থাপক, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোং লিমিটেড ও অন্য, রিপোর্টেড ২০২৩ এসিজে ৬২৩ (এসসি)।

iv)

৮. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল বীমা কোম্পানিকে আদেশ দেওয়া উচিত ছিল যে, তারা প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, সুদসহ প্রদান করুক এবং সেই পরিমাণ অপরাধী যানবাহনের মালিকের থেকে পুনরুদ্ধারের প্রস্তাবসহ। কিন্তু, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল একটি ভুল করেছেন এবং অপরাধী যানবাহনের মালিককে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। অপরাধী যানবাহনের মালিক আজ পর্যন্ত দাবি প্রাপ্তদের কোনো ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করেননি। তিনি বীমা কোম্পানিকে আপীলকারীদের/দাবীকারীদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং সুদ সহ প্রদান করার জন্য নির্দেশনা প্রার্থনা করেছেন, এবং সেই পরিমাণ অপরাধী যানবাহন মালিকের থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য আইন অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রদানের অনুরোধ করেছেন, যেহেতু দুর্ঘটনার তারিখে বীমা পলিসি বৈধ ছিল। কোনো পক্ষ রেসপন্ডেন্টদের পক্ষে উপস্থিত হয়নি।

৯. উপস্থাপিত যুক্তি শুনে এবং আপীলকারীদের উল্লেখিত রেকর্ড এবং রায়গুলি পর্যালোচনা করে, এই আদালত দেখে যে,

বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই, যেখানে ট্রাইব্যুনাল মনে করেছেন যে, ভিকটিম প্রতাপ পাণ্ডিত ছিল একটি অপরাধী যানবাহন, অর্থাৎ পিকআপ ভ্যানে, দুর্ঘটনার তারিখে গ্র্যাচুইটাস যাত্রী। সুতরাং, অপরাধী যানবাহনের মালিক বীমা পলিসির শর্ত লঙ্ঘন করেছেন। এটি সত্য যে, যখন অপরাধী যানবাহনের মালিক বীমা পলিসি লঙ্ঘন করেন, তখন বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী নয়। তবে, বিজ্ঞ সুপ্রিম কোর্ট, বর্তমান মামলার অনুরূপ পরিস্থিতিতে, বারবার নির্দেশ দিয়েছেন যে, বীমা কোম্পানিকে প্রথমেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে, যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, দুর্ঘটনার তারিখে বীমা পলিসি বৈধ ছিল। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছেন যে, বীমা কোম্পানি দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর, একই পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য অপরাধী যানবাহনের মালিক থেকে আইন অনুযায়ী স্বাধীনতা দেওয়া যাবে। সুপ্রিম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পুনরুদ্ধার করতে মালিক বা চালক থেকে আলাদা মামলা বা নতুন কোনো প্রক্রিয়া দাখিল করার প্রয়োজন নেই।

১০. আপীলকারীর উল্লেখিত রায়ে, যা ***রানি এবং অন্যান্য বনাম বীমা কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্য***[১] মামলায় রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, আপীলগুলি আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে, এবং প্রথমে প্রতিটি দাবি প্রাপ্তিকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রদান করার জন্য বীমা কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা উচ্চ আদালত এবং মাননীয় ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী, এবং একই অপরাধী

---

[১]২০১৮ এসিজে ২৪৩০ (এসসি)

যানবাহনের মালিক, অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নং ২ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, যেহেতু অপরাধী যানবাহনের কাছে কর্ণাটক রাজ্যে চলাচলের অনুমতি ছিল না, কারণ তার অনুমতি শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র রাজ্য পর্যন্ত সীমিত ছিল।

১১. অপর একটি রায়ের মধ্যে ***সিংহ রাম বনাম নির্মলা এবং অন্যান্য***[২] মামলায়, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে, বীমা কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাবি প্রাপ্তদের প্রদান করতে হবে, এবং সেই পরিমাণ অপরাধী যানবাহনের মালিক থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সেই মামলায়, মালিক-কাম-চালক একটি ভুয়ো লাইসেন্স দেখিয়েছিল এবং যে লাইসেন্সটি সে দেখাতে চেয়েছিল, তা দুর্ঘটনার আগে ইতিমধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দুই বছর পর নবীকরণ করা হয়েছিল। সুতরাং, অপরাধী যানবাহনের মালিক বীমা পলিসির শর্ত লঙ্ঘন করেছিলেন।

১২. একইভাবে, আপীলকারীদের উল্লেখিত তৃতীয় মামলায় ***ভি. রেঙ্গানাথন এবং অন্য বনাম ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্য***[৩] মামলায়, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে, বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে দায়ী এবং একই অর্থ

---

[২]২০১৮ এসিজে ১২৬৪ (এসসি)

[৩]২০২৩ এসিজে ৬২৩ (এসসি)

পুনরুদ্ধার করতে পারে অপরাধী যানবাহনের মালিক থেকে। সেই মামলায়, ভিকটিম একটি ট্র্যাক্টরের মাডগার্ডে যাত্রা করছিলেন, যখন ট্র্যাক্টরটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে ভিকটিমের মৃত্যু ঘটে। এখানে, ট্র্যাক্টরের মালিক বীমা পলিসির শর্ত লঙ্ঘন করেছিলেন। একইভাবে, এই মামলায়, ভিকটিম দুর্ঘটনার সময় অপরাধী যানবাহনে গ্র্যাচুইটাস যাত্রী হিসেবে ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র এবং অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কলকাতায় সবজি কেনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন এবং এই তথ্য পি.ডাব্লিউ. ১ দ্বারা স্বীকার করা হয়েছিল। সুতরাং, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল বলেছেন যে, ভিকটিম ছিলেন একটি গ্র্যাচুইটাস যাত্রী এবং অপরাধী যানবাহন ছিল একটি মালবাহী যান, এবং পিকআপ ভ্যানের মালিক বীমা পলিসির শর্ত লঙ্ঘন করেছেন যাত্রী বহন করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বিচার নিশ্চিত হবে যদি এই আদালত বীমা কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রদান করতে নির্দেশ দেন, যেটি মাননীয় ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ০৮.০৮.২০১৮ তারিখে প্রদানকৃত রায়ে বলা হয়েছে, এবং আরো স্বাধীনতা দেওয়া হয় ওই পরিমাণ পুনরুদ্ধার করতে অপরাধী যানবাহনের মালিক, অর্থাৎ পিকআপ ভ্যানের মালিক থেকে, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডাব্লিউবি ২৯/৭২৫১, আইন অনুযায়ী বীমা কোম্পানি দ্বারা।

১৩. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ০৮.০৮.২০১৮ তারিখের রায় এবং রায়কে উপরোক্ত পরিমাণ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে এবং রায়ের অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

১৪. সুতরাং, ২০২৩ এর এফএমএ ৬৫৯ নিষ্পত্তি করা হল খরচসহ আদেশ সহ।

১৫. এই রায়ের একটি কপি, নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ (যদি প্রাপ্ত হয়), তা অবিলম্বে মাননীয় ট্রাইব্যুনালের কাছে প্রেরণ করা হবে তথ্যের জন্য।

১৬. সমস্ত পক্ষ রায় এবং আদেশের সার্ভার কপি অনুযায়ী কাজ করবে যা কলকাতা হাইকোর্টের সরকারি ওয়েবসাইট থেকে আপলোড করা হয়েছে।

১৭. এই রায় এবং আদেশের জরুরী ফটোকপি পক্ষগুলিকে সমস্ত আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করার পর প্রদান করা হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly